[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মালিক সমিতির কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা শাপলা পার্ক এ্যাণ্ড পিকনিক কর্ণারে গতকাল সোমবার বিকাল ৫টায় দর্শনা, দামুড়হুদা ও জীবননগর থানা ক্লিনিক মালিক সমিতির কমিটি গঠন করা হয়েছে। জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসব কমিটি গঠণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ড্যাপের সভাপতি ডাক্তার হাসানুজ্জামান নুপুর।

দর্শনা থানা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো. জালাল উদ্দিন, সহসভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এনামুল কবির, সহসাধারণ সম্পাদক সোহেল ও সাংগাঠনিক সম্পাদক আলো।

জীবননগরে সভাপতি আ.মান্নান সভাপতি, সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাকির আহম্মেদ, সহসাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সাংগাঠনিক সম্পাদক সুজা উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও কোষাধক্য হুমায়ুন কবির।

দামুড়হুদায় সভাপতি আ. খালেক, সহ-সভাপতি জহির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মামুন আর রশিদ শান্ত, সহসাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম ও কোষাধক্য তাজদ্দিন বিশ্বাস।

দর্শনায় ভারী বর্ষনে ক্ষীতগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখলেন নবাগত দর্শনা পৌর প্রশাসক

টানা কয়েক দিনের ভারীবর্ষনে দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়াড়রের নিচু এলাকায় পানি জমে বাড়ি ঘর প্লাবিত হয়েছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দর্শনা সরকারী খাদ্য গুদাম প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কর্মকর্তারা পানি বন্দি হয়ে রয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌর এলাকা পরিদর্শন করেন নব

নিযুক্ত পৌর প্রশাসক কে এইচ তাসফিকুর রহমান। কয়েকটি রাস্তা সহ মহল্লায় জলাবদ্ধার দুরকরণে লক্ষে পৌর প্রকৌশলী সাজেদুল আলমকে সাথে নিয়ে ছুটির দিনে বৃষ্টি মধ্যে ভিজে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেন। সেই সাথে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ কিভাবে কোমানো যায় তার নির্দেশনা দেন।

এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর প্যালন মেয়র রবিউল হক সুমন, কমিশনার আসুরউদ্দীন আশু, কার্যসহকারী হারুন অর রশিদ, তছের আলী, এলাকার সুধীজন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরিচালকসহ ৫ কর্মকতার্র বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে মামলা

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিবার্হী পরিচালক মহাসিন আলীসহ পাঁচ কর্মকতার্র বিরুদ্ধে মেহেরপুর কোটে মামলা হয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর কোট দেওয়ানী মামলা নং-১২৩/২০২০। এ মামলার আসামীরা হলেন, নিবার্হী পরিচালক মহসিন আলী, উপ-পরিচালক প্রশাসন ও মানব বিভাগরের উফতেখার হোসেন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পরিচালক কফিল উদ্দিন, সমন্বয়কারী অডিট বিভাগের প্রদীপ্ত কুমার মিত্র ও ইউনিট ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম।

তবে এ বিষয় আমিরুল ইসলাম জানান আমি শেফালী খাতুনের পক্ষে স্বাক্ষী দেব। এ মামলার বাদী শেফালী খাতুন জানান, এরিয়া সমন্বয়কারী হিসাবে কর্মরত ছিলাম। গত ৩০/০৬/২০২০ তারিখ হঠাৎ করে আমাকে আমার পদ থেকে বরখাস্ত ও জরিমানাকরণ ও বেআইনীভাবে আমাকে বরখাস্ত করে ২০২০ সালের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসের বেতনভাতাদী বন্ধ করে দেয়। আমাকে গত ২৫/০২/২০২০ তারিখ ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মানব সম্পদ বিভাগ কার্যক্রম স্থগিত করে একটি কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করে। আমার অপরাধ কি জানতে চাইলে কতৃপক্ষ জানান মেহেরপুর ৭ নং ইউনিটের ম্যানেজার, হিসাব রক্ষক ও একজন সিডিও দ্বারা কিছু অর্থ আত্মসাত হয়েছে।

এ বিষয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি কতৃক তদন্তের ভিত্তিতে তৎকালীন ম্যানেজারকে বিভিন্ন ভয় ভিতি দেখিয়ে ভুয়া ঋণ বিতরণ ঋণের মাষ্টাররোল ঋণের প্রস্তাবপত্র সফটওয়ারের সাথে তথ্য যাচাই-বাচাই না করে হিসাব কর্মকতার্র বিরুদ্ধে ২৮ লাখ টাকা অত্মসাত দেখানো হয়। যা একজনের পক্ষে ২৮ লাখ টাকা অত্মসাত করা অসম্ভব বলে মনে করি। এটা সফটওয়ারের কারসাজি বলে আমি মনে করি। তাছাড়া সফটওয়ারের তথ্য সংক্ষণের দায়িত্ব ছিলেন ইউনিট ম্যানেজার ও হিসাব রক্ষক। আমার পক্ষে অর্থ আত্মসাত করা অসম্ভব ব্যাপার। বিধি মোতাবেক আমাকে আত্মপক্ষ সর্মথনের সুযোগ না দিয়ে আমার বিরুদ্ধে চাকুরী হতে বরখাস্তা ও জরিমানা করা হয়। উল্লেখ্য সূত্র নং ওয়েভ ফাউন্ডেশন/প্রসাশন ও মানব সম্পদ/১০৪০/২/২০২০ মোতাবেক ৩০/০৬/২০২০ বরখাস্ত করেন।

ফলে বাদীর অষ্টম অধ্যায়ের ৮ ও ৭ অপরাধের ধরণ দরণে দন্ড ও সহায়তা বর্ণিত বিষয়ের সাথে বাদীর বখাস্তের কারণ ও ধারার কোন মিল নেই। ফলে বাদী ঐ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধী নয় বলে শেফালী খাতুন দাবী করেন। তিনি আরো বলেন যেহেতু আমি দোষী না। ফলে আমার ন্যায্য পাওনা ও আমার মান-সম্মাম ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি। ওয়েভ ফাউন্ডেশন মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মানবোধীকার নিয়ে কাজ করে আসছে। সেখানে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের শুধু আমি না সকল পযার্য়ের কর্মকতা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন ভাবে অধিকার বঞ্চিত করে আসছে বলে আমি মনে করি।

দর্শনা-ঈশ্বরচন্দ্রপুর সড়কে টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ ফাটল, বিপাকে দুই গ্রামের মানুষ

টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে গ্রামীণ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দর্শনা-ঈশ্বরচন্দ্রপুর সড়কের দর্শনা বাজারের একটু অদৃরে ভয়াবহ ফাটল দেখা দিয়েছে বিপাকে পড়েছে দুই গ্রামের মানুষ।

সরজমিনে দেখাগেছে, ২০২২-২৩ সালে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ রাস্তা নতুন পিচ করন করে। তবে অনেকেই ঐ সময়ে দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী হারুন ও সৈয়দ রুমি আলম পলাশের বিরুদ্ধে কাজ দেখা শুনার দায়িত্ব থাকলেও দা ইশারা ভাবে দেখা শুনা করে। তবে ঐ সময় অভিযোগ ওঠে কাজে ব্যাপক দুর্নীতি করছে। ঐ সব কথার কর্নপাত না করে দা সারা ভাবে রাস্তার কাজ সেরে চলে যায়।

এক দুই বছর যেতে না যেতেই দর্শনা-ঈশ্বরচন্দ্রপুর সড়কের মুছাদারুল পুকুরের সামনের রাস্তার ভয়াবহ ফাটল দেখা দিয়েছে।যে কোন রাস্তা ধসে প্রান হানির ঘটনা ঘটতে পারে। এ রাস্তার ফাটল প্রায় ১০ দিন হয়ে গেলেও পৌরসভার কোন খোঁজ খবর নিতে দেখেনি। তবে রাস্তার ফাটল যদি মেরামত না করে যে কোন সময় পিচ রাস্তাসহ পুকুরের ভিতর চলে যাবে। এবং বিভিন্ন স্থানে সড়কের দুইপাশে মাটি সরে গিয়ে সড়কগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

একজন ভ্যান চালক নাম না বলতে ইচ্ছুক,আমরা এ সড়কে দিনরাত চলা ফেরা করছি তবে যে ভাবে ফাটল ধরেছে আমাদের এ রাস্তায় যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে ভয়পাচ্ছি।যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

তবে এ রাস্তায় ভয়াবহ ফাটল দেখা দেওয়াতে লাল কাপড় ও ইট দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছে।তবে সাধারন পথযাত্রী ফাটল দেখেই আতকে উঠছে।তবে এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার নবাগত প্রশাসকে বারংবার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদায় বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ, সাবেক এমপির ভাই আরিফের দখলে

দীর্ঘ চার বছর যাবৎ দামুড়হুদা রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলফিল্ড দখল করে নিজস্ব কাজ চালিয়ে আসছে সাবেক চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি হাজী আলী আজগার

খাতুন বলেন আমরা বারবার স্যারদেরকে জানাইছি সেই সাথে যারা এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকেও জানিয়েছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। স্যাররা ভিজিটে আসে নিজের চোখে দেখে তারপরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আমাদের করার কি আছে। আমরা সব সময় ভয়ে ভয়ে চাকরি করেছি যদি বেশি চাপ দেই তাহলে হয়তো আমাদের এখানে চাকরি করা সম্ভব হতো না।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন আমরা এতদিন জানতাম না আপনার কাছে জানলাম রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম কিন্তু তিনি কখনোই লিখিতভাবে আমাদেরকে জানায়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন আপনারা স্থানীয়ভাবে ওগুলো সরিয়ে ফেলতে পারেন তা না হলে প্রধান শিক্ষিকা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় বন্যার্ত সহায়তায় অর্থ সংগ্রহে শিক্ষার্থী বৃন্দ

দর্শনায় শিক্ষার্থীরা দেশের বন্যা দুর্গত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সাহায্যের বক্স হাতে নিয়ে দিন রাত অর্থ সংগ্রহ করছে।

গতকাল রোববার সকাল ১০ টায় দ্বিতীয় দিনের মতো দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা টিম গঠন করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সহায়তায় বাজারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ সংগ্রহের গণ কর্মসূচি শুরু করেছে।

অর্থ সংগ্রহের কমিটি থেকে জানা যায়,শিক্ষার্থীরা দর্শনা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট,বিভিন্ন মসজিদ,বাজার সহ বিভিন্ন এলাকা,অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্থানীয় স্কুল, ও কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বন্যার্তদের জন্য কাপড় ও অর্থ সংগ্রহ করছে।

এসময় শিক্ষার্থী রিফাত বলেন- মানুষ হয়েও যদি মানুষের বিপদের সময়ে পাশে না দাঁড়াই তাহলে আমাদের মনুষ্যত্বে কোথায় থাকলো।আমাদের

মনুষ্যত্বের জায়গা থেকেই আমরা পানিবন্দি পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াব।দেশে বন্যার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ।বন্যায় গৃহহীন হয়েছে অনেক মানুষ।বর্তমানে বন্যাকবলিত এলাকার বেশির ভাগ মানুষেরাই চরম দুর্ভোগে আছেন। তাদের জন্য সহযোগিতা করতে চাই।

দর্শনা কলেজের শিক্ষার্থী রিয়া বলেন, বন্যার্ত পরিবাররা আজ ভালো নেই।তারা আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। এ জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অর্থ ও কাপড় সংগ্রহ করছি।অর্থ সংগ্রহ শেষে আমাদের দর্শনা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র টিম সেখানে যাব এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করব। বণ্যার্ত মানুষের পাশে দর্শনাসহ দেশবাসীকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থী রিফাত, অভি, মতিয়ার রহমান মতি,সংগ্রাম, তুর্য, শাকিব, রিয়া, রেশি, অনামিকা প্রমুখ।

দর্শনায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে রাজধানী ষ্টোরে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন তদারকি অভিযান চালিয়ে রেলবাজার রাজধানী স্টোরে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এ সময় দর্শনা রেল বাজারের রাজধানী স্টোরের সত্তা অধিকারী জয়নাল আবেদীনকে বিদেশী প্রসাধনী শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভাক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় বিক্রি করার অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানাসহ একটি টিম এ অভিযানে অংশ নেয়।

দামুড়হুদা চিৎলায় জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদরে চিৎলা গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে এই সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওঃ মো: আজিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমরা জামায়াতের নেতা কর্মীরা ঠিক মতো একটি রাতো ভালো ভাবে ঘুমাতে পারিনি, একেরপর এক গায়েবি মামলা দেওয়া হতো আমাদের নামে,আর আমরা যখন জেলে যেতাম মনে হতো আমরা বড় সন্ত্রাসী তখন আমাদের জায়গা হতো জেলের মধ্যে আরেকটা জেল তার নাম সেল,আর সেই সেলে থাকাটা খুবই কষ্টকর। তার পরও আমরা জেলে গেছি সম্মানের সহিত এবং বের হয়েছি সম্মানের সহিত। আল্লাহ কোথায় দেখেন আজ সেই স্বৈরাচারী সরকারের এক মন্ত্রী যিনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধংসের দ্বার প্রান্তে নিতে সফল হয়েছে, তিনি হলেন স্বৈরাচারী সরকারের প্রথম হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী তারপর শিক্ষা মন্ত্রী, শেষে হলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, আমরা প্রথমে মনে করছিলাম উনি মনে হয় ভালো, কিন্তু পরে দেখি ভালো মধ্যে কালো কিন্তু কালোর মধ্যে যে এত কালো আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। সেই মন্ত্রীকে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সাধারণ মানুষ তাকে ঘুষি, লাথি, থুতু মেরে ধিক্কার জানাচ্ছিল, এই হলো কর্মের প্রতিদান।তাই এদের থেকে এই জাতিকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে শান্তি ও সমাধানের জীবন বিধান। আমরা সেই আলোকেই নিজেদেরকে গড়ে তুলি সেভাবেই দলকে, কর্মীদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমাদের ডিকশনারিতে নাশকতার কোনো স্থান নেই। দীর্ঘদিন পরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ

তৈরি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। উপজেলার কোথাও কোন নাশকতা ভাঙচুর করা যাবে না, যারা করবে তাদেরকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্পদ নষ্ট করলে তা আমাদের দেশের জন্য মানে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। আমরা কোথাও কোন নাশকতা হতে দেব না কোথাও কোনো নাশকতার সংবাদ পেলে সাথে সাথে তা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করতে হবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আমির মো: আবুল বাশার এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আমির মো: নায়েব আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারী মাও: মো: আব্দুল গফুর, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: রফিকুল ইসলাম জিয়া, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদ উদ্দৌলা। হাউলী ইউনিয়ন আমির মো: ওবায়দুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আমির মো: আব্দুর রশিদ, নাটুদা ইউনিয়ন আমির, মাওঃ ফজলুল হক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওঃ আবু হানিফা, মো: মুহসিন আলী, এখতিয়ার রহমান শামসুজ্জুহা মাওঃ আব্দুল খালেক, মো: ইসমাঈল হোসেন, মো: আব্দুল গাফফার, মো: আবুস সাত্তার মো: হাবিবুর রহমান, মো: শামসুল ইসলাম, এ্যাডঃ হাসিবুল ইসলাম সহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌরসভায় বৃক্ষ রোপন উদ্ধোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্টিত

গাছ লাগায় পরিবেশ বাঁচাই এ স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা পৌরসভায় রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপন ও আলোচনা সভা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা রেল বাজার মুক্ত মঞ্চ আবু সাঈদ চত্তরে এ বৃক্ষ রোপন কর্মসৃচী অনুষ্টিত হয়।

বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে সচেতন নাগরিক সমাজের আহবায়ক শিক্ষক হারুন জুয়েলের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসার আজিজুর রহমান, এ সময় মুক্ত মঞ্চে এই বৃক্ষরোপণ

কর্মসূচির শুভ উদ্ভোধন অনুষ্ঠানে বলেন, সবাই বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন করে দেশটাকে আরো সবুজায়ন করতে হবে। সেই সাথে সবাইকে এক হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন দর্শনা পৌরসভার কাউন্সিলর রবিউল হক সুমন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক আল হেলাল রাজা, তারিফ উদ্দিন, শিক্ষক ফারুক আহমেদ, আঃ খালেক ,আঃ হান্নান দূলাল, ডাবলু, জনি, রশিদ, সজল, সজিব ও সচেতন নাগরিক সমাজের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

উপস্থাপনা করেন সদস্য বাকী বিল্লাহ।দর্শনা পৌরসভার রেল বাজার থেকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড রাস্তার দু পাশে বিভিন্ন ধরনের ১শ টি ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হয়। এ বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন এম.ডি আর্থ মুভিং সলিউশন, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুল হক।